সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

হালালের ফযীলত এবং হারামের শাস্তি

(Bangla)

হালালের ফযীলত এবং হারামের শাস্তি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, হুযূর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "যে ব্যক্তি আমার উপর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার দু'চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।" (মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুল আদইয়া, ১০/২৫৩, হাদীস নং-১৭২৯৮)

আপনে খাতা ওয়ারোঁ কো আপনে হি দা'মান মে লো,
কোন কারে ইয়ে ভালা তুম পে করোড়ো দুরূদ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রির পদ্ধতি

কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ হালাল রিযিক অন্বেষণে ব্যবসার পেশা অবলম্বন করেছিলেন, তিনি رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ কাপড়ের অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু এরপরও তাঁর ব্যবসা দয়া, দান দাক্ষিণ্য এবং ইসলামের পবিত্র মূলনীতি অনুযায়ী ছিলো। যেমনিভাবে, হযরত সায়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার সাথে ব্যবসা করতেন এবং আমার নিকট ব্যবসার পণ্য পাঠানোর সময় বলতেন: হে হাফস! অমুক কাপড়ে সামান্য ত্রুটি আছে। যখন তুমি এটা বিক্রি করবে তখন ত্রুটির কথা বলে দিও। হযরত সায়্যিদুনা হাফস رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার ব্যবসার পণ্য বিক্রি করলেন এবং বিক্রি করার সময় ত্রুটি সম্পর্কে বলতে ভূলে গেলেন। যখন ইমামে আযম رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ জানতে পারলেন তখন তিনি رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ সমস্ত কাপড়ের মূল্য সদকা করে দিলেন।

(তারিখে বাগদাদ, বাব মানাকিবে আবি হানিফা, ১৩/৩৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন আবু হানীফা رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ হালাল রুজি খাওয়ার এবং হারাম গ্রাস ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচার জন্য কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন, নিঃসন্দেহে তিনি জানতেন যে,

www.dawateislami.net

হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তুতে কণা পরিমাণও বরকত হয় না, বরকত তো পুরোপুরি হালাল ও পবিত্র বস্তুতেই রাখা হয়েছে, সম্ভবত এই কারণেই তিনি বিক্রিত কাপড়ের পুরো মূল্য নিজের কাছে রাখা পছন্দ করলেন না আর **আল্লাহ** র রাস্তায় দিলেন।

ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই ঘটনা থেকে সেই সব লোকদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ যে, যাদের জীবনের লক্ষ্য শুধুই সম্পদ উপার্জন করা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করা। অনেক সময় এমন লোকরদের মধ্যে সম্পদ অর্জনের আগ্রহ এতই প্রাধান্য বিস্তার করে যে, তারা লেনদেনের সময় হারামের আপদে লিপ্ত হয়ে শুধু নিজে নয় বরং নিজের পরিবারকেও ধ্বংসের দিকে টেলে দেয়। মনে রাখবেন! দুনিয়ায় যার নিকট যতবেশি সম্পদ থাকবে, আখিরাতে তাকে ততবেশি হিসাবও দিতে হবে, তাই আমাদের হারাম বস্তু পরিহার করে সর্বদা হালাল ও পবিত্র রুজিরই অন্বেষণ করা উচিৎ এবং অপরকেও এর উৎসাহ দেয়া উচিৎ, যেন আমাদেরও হালাল গ্রাসের ফযীলত অর্জিত হয়, হালাল গ্রাসের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে বলেন: কিছু বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: মুসলমান যখন হালাল রুজির প্রথম গ্রাস খায়, তখন তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি হালাল রুজির অন্বেষণে অপমাণ জনক স্থানে দাড়াঁয়, তবে তার গুনাহ গাছের পাতার ন্যায় ঝড়ে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/১১৬)**

ইয়া খোদা মেরী মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফিরদৌস মারহামাত ফরমা।
তু গুনাহোঁ কো মুআফ কর আল্লাহ্, মেরী মকবুল মা'যেরত ফরমা।
মুশকিলোঁ মে মেরে খোদা মেরী, হার কদম পর মুয়াওয়ানাত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে হালাল ও পবিত্র খাবারের কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে তা এই বিষয়টি থেকে অনুমান করুন যে, স্বয়ং সেই **পরওয়ার দিগার তাঁর** পবিত্র বাণীতে হালাল ও পবিত্র রুজি খাওয়া সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে আদেশ করেছেন, যেমনটি পারা ৭ সূরা মায়েদার ৮৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আহার করো যা কিছু তোমাদেরকে **আল্লাহ্** জীবিকা দিয়েছেন, হালাল পবিত্র; এবং ভয় করো **আল্লাহ্**কে, যার

দ্বিতীয় পারা সূরা বাকারার ১৬৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلًا طَیِّبًا ۖ٘ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۱۶۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবজাতি! তোমরা আহার করো যা কিছু যমীনে হালাল, পবিত্র রয়েছে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো

হালাল ও পবিত্র রুজি দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে বর্ণিত রয়েছে: হালাল ও পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বস্তু, যা স্বয়ং নিজেও হালাল। যেমন, ছাগলের মাংস, সবজী, ডাল ইত্যাদি এবং তা আমাদের বৈধ উপায়ে অর্জিতও হয়েছে জায়িয উপায়ে অর্থাৎ চুরি, ঘুষ, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে না হওয়া।

(সীরাতুল জিনান, পারা ২, আল বাকারা, ১৬৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৬৮)

রিযকে হালাল দেয় মুঝে এয়্য মেরে কিবরিয়া,
দেয়তা হোঁ ওয়াস্তা তুঝে তেরে হাবীব কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হালাল খাবারের গুরুত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মুয়া'য رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আনুগত্য আল্লাহ্ তাআলার ভান্ডারের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে এবং এর হালাল খাবার হলো এই চাবির দাঁত, যদি চাবিতে দাঁত না থাকে তবে দরজাও খুলবে না এবং যখন ভান্ডার খুলবে না তখন এর মাঝে লুকায়িত আনুগত্য পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাতে পারবে? সুতরাং নিজের গ্রাসের সুরক্ষা প্রদান করো এবং নিজের খাবারকে পবিত্র করো, যেন যখন তোমার মৃত্যু আসবে তখন মন্দ আমলের অন্ধকারের

www.dawateislami.net

পরিবর্তে নেক আমলের আলো তোমার সামনে প্রকাশিত হয়, আর নিজের অঙ্গকে হারাম খাওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখো যেন তা সর্বদা বিরাজমান নেয়ামতের স্বাদ পেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۴﴾

(পারা ২৯, সূরা হাক্কা, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে, পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে প্রেরণ করেছো।

এবং যে হারাম খাবার খাওয়া তেকে বিরত থাকে না, তবে দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকার পর যাক্কুম গাছের তিক্ত এবং গরম ফল খাবে, তবে তা কিরূপ নিকৃষ্ট খাবার হবে, এটির ক্ষতি কতই মারাত্মক হবে যে, হৃদপিণ্ড টুকরো টুকরো করে দিবে এবং কলিজা ফেটে দিবে, শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিবে এবং জীবন অতিষ্ট করে দেবে। (আঁসোয়ুঁ কা দরীয়া, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

গুনাহগার তলবগারে আফয়ু ও রহমত হে, আযাব সেহনে কা কিস মে হে হোচলা ইয়া রব!
কাহিঁ কা আহ! গুনাহোঁ নে আব নেহী ছোড়া, আযাবে নার সে আত্তার কো বাঁচা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, এবং হালাল খাবারে খুবই বরকত রয়েছে। যে সকল মুসলমান হালাল রিযিক উপার্জন করে নিজের পরিবার পরিজনদের হালাল খাওয়ায় ❁ তারা প্রশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দময় জীবন অতিবাহিত করে। ❁ হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারকারীরা মানুষের অন্তরে একটি বিশেষ স্থান করে নেয়। ❁ হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারকারীদের কাজকর্মে বরকত হয়ে থাকে। ❁ হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারকারীদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাদের দোয়া কবুল হয়। হালাল উপার্জন এবং হালাল আহারের ফযীলত এতই বেশি যে, মন চায় শুধু বয়ান করতেই থাকি এবং শুনতেই থাকি। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে ৪টি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি এবং এর উপর আমল করার নিয়্যতও করি:

www.dawateislami.net

১. যে (ব্যক্তি) চল্লিশ (৪০) দিন পর্যন্ত হালাল খেল, আল্লাহ্ তাআলা তার অন্তরকে আলোকিত করে দিবেন এবং তার মুখে হিকমতের (প্রজ্ঞার) ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিবেন আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার পথপ্রদর্শন করবেন। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, কিতাবুল হালাল ও হারাম, ১ম অধ্যায়, ৬/৪৫০)

২. যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করল, অতঃপর তা নিজে খেল বা এই উপার্জন দ্বারা পোষাক পরিধান করল এবং নিজে ছাড়াও আল্লাহ্ তাআলার অন্যান্য সৃষ্টি (যেমন নিজের পরিবার পরিজন এবং অন্যান্য লোক) কে খাওয়াল এবং পড়াল তবে তার এই আমল তার জন্য বরকত ও পবিত্রতা স্বরূপ। (ইবনে হাব্বান, কিতাবুর রিদা', বাবুন নফকাহ, ৬ষ্ঠ অংশ, ৪/২১৮, হাদীস নং-৪২২২)

৩. এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশ দিয়ে গমন করলে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তার কর্মঠ শরীরের শক্তি এবং সক্ষমতা দেখে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আহ! তার এই অবস্থা যদি আল্লাহ্ তাআলার পথে হত। তখন হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি এই ব্যক্তি তার ছোট সন্তানের জন্য রিযিকের অন্বেষণে বের হলো, তবে সে আল্লাহ্ তাআলার পথেই রয়েছে এবং যদি এই ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য রিযিকের অন্বেষণে বের হয় তবে তাও আল্লাহ্ তাআলার পথেই আর যদি সে নিজের পূন্যবতী স্ত্রীর জন্য রিযিকের সন্ধানে বের হয় তবে তাও আল্লাহ্ তাআলার পথেই রয়েছে এবং যদি সে লৌকিকতা এবং গর্ব করার জন্য বের হয়, তবে সে শয়তানের পথে রয়েছে। (আত তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুন নিকাহ, নম্বর-৩০৪১, ৩/৩১)

৪. হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: আপনি দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার দোয়া কবুল করে নেয়। তখন কাসিমে নেয়ামত, নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "يَا سَعْدُ! اَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ" অর্থাৎ নিজের খাবারকে পবিত্র করে নাও, তোমার দোয়া কবুল হতে থাকবে। (মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমুহু মুহাম্মদ, ৫/৩৪, হাদীস নং-৬৪৯৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ্ তাআলা হালাল খাবারে কিরূপ বরকত রেখেছেন, হালাল খাবারের বরকতে বান্দার অন্তর নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, হালাল খাবারের বরকতে মূখ হিকমতের ঝর্ণধারায় পরিনত হয়, এটাও জানতে পারলাম, নিজের সন্তান সন্ততি ও বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য রিযিকের অন্বেষণকারী আল্লাহ্ তাআলার পথে হয়ে থাকে, একটু ভাবুন তো যে, হালাল খাবার এবং উপার্জনকারীর কিরূপ ফযীলত ও বরকত অর্জিত হয়, কিন্তু আফসোস যে, অনেকে নফস ও শয়তানের হাতের খেলনায় পরিণত হয়ে রুজির হালাল ও পবিত্র এবং সহজ উপায় পাওয়ার পরও অযথা হারাম উপায় অবলম্বন করে, হারাম খেয়ে বা খাইয়ে নিজের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পথকে সুগম করছে। হালাল রুজি উপার্জন করা ও খাওয়া, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের আচার আচরণ প্রসংশার দাবীদার, এই ব্যক্তিত্বরা হালাল রিযিক অন্বেষণের জন্য অনেক সময় দূর দূরান্তের সফরও করতেন, তাছাড়া অপরের জিনিষকে গনিমত মনে করে নির্দয়ের ন্যায় কুক্ষিগত কারী ছিলেন না বরং খুবই সাবধানী স্বভাবের ছিলেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং মাদানী ফুল কুড়িয়ে নিই:

হালাল রিযিক অন্বেষণে সফর

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "উয়ুনুল হিকায়াত (১ম অধ্যায়)" এর ২২৩ ও ২২৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি মাশায়িখদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি, হালাল রিযিক কীভাবে এবং কোত্থেকে উপার্জন করব। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মাশায়িখরা বলেছিলেন, আপনি যদি হালাল রিযিক উপার্জন করতে চান, তাহলে সিরিয়া রাজ্যে চলে যান। সেখানে গিয়েই আপনি হালাল রিযিক উপার্জন করতে পারবেন। আমি সিরিয়া চলে গেলাম। সেখানকার এক শহর মুছাইছা গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে আমি অনেক দিন কাটালাম। লোকজন থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী কাজ করলে আমি সন্দেহাতীত হালাল রিযিক উপার্জন করতে পারব? কিন্তু কেউ আমাকে যথাযথ সেই পন্থা দেখাতে পারল না।

www.dawateislami.net

অবশেষে বিষয়টির সমাধান আমি সেখানকার মশায়িখদের নিকট চাইলাম। তাঁরা বললেন: আপনি যদি একান্ত হালাল উপায়ে রিযিক উপার্জন করতে চান, তাহলে 'তারসুস' নামের নগরীতে চলে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেখানে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হালাল রিযিক অর্জন করতে পারবেন। অতএব তাঁদের পরামর্শে আমি তারসুস নগরীতে চলে এলাম। সেখানে হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করলাম। একদিন কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা ভেবে সমুদ্র সৈকতে গেলাম। আমি সেখানে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল: আমার আঙ্গুর বাগানের দেখাশোনা করার জন্য একজন মালি প্রয়োজন। আপনি কি আমার বাগানে মালির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? আমি বললাম: ঠিক আছে, আমি করব। অতএব, আমি লোকটির সাথে গেলাম। খুবই কষ্ট আর মেহনত করে দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হলো। একদিন হঠাৎ কিছু বন্ধু-বান্ধবসহ বাগানের মালিক এলেন। এসেই আমাকে ডেকে বললেন: আমাদের জন্য উন্নত মানের কিছু মিষ্টি জাতের আঙ্গুর নিয়ে আসো। আমিও টুকরি নিয়ে গিয়ে একটি গাছ থেকে আঙ্গুর এনে মালিকের সামনে রাখলাম। তিনি একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে দেখলেন, আঙ্গুর টক। তিনি আমাকে বললেন: হে মালি! তোমাকে নিয়ে বড়ই আফসোস। এতদিন ধরে এই বাগানের কাজ করে যাচ্ছো, অথচ এখনো পর্যন্ত টক আর মিষ্টি আঙ্গুরগুলোও চিনলে না, অথচ তুমি বাগান থেকে আঙ্গুর তো খেয়ে থাকো।

আমি বললাম: **আল্লাহ** র কসম! আজ পর্যন্ত এই বাগানের একটি আঙ্গুরও আমি মুখে দিইনি। আমি কীভাবে জানব যে, কোন আঙ্গুর মিষ্টি আর কোন আঙ্গুর টক! আমাকে তো এই বাগানের একজন পাহারাদার হিসাবেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমার কাজ তো কেবল বাগানের দেখা-শোনা করা। কিন্তু আমি এই বাগান থেকে একটি আঙ্গুরও খাইনি।

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখে এই কথা শুনে বাগানের মালিক বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন: এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আর কী হতে পারে যে, এক ব্যক্তি এতদিন যাবৎ বাগানের কাজ করছে, আর এতই ঈমানদারী রক্ষা করবে যে, সেই বাগানের একটি আঙ্গুরও খাবে না? আপনাদের কী

www.dawateislami.net

মনে হয়? এই লোকটিকে তো ইব্রাহীম বিন আদহামের মতই মুত্তাকী-পরহেজগার বলে মনে হয়? (বাগানের মালিক জানতেন না যে, ইনিই হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এরপর আমি আমার কাজে চলে গেলাম এবং বাগানের মালিকও বিদায় নিলেন। (উয়ুনুল হিকায়াত, ১ম অধ্যায়, ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হালাল খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বস্থতা এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রতি মারহাবা! যদি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চাইতেন তবে রব (আল্লাহ) তাআলার দরবারে দোয়া করলে তাঁকে সহজেই মনের মতো খাবার এবং পানীয় দান করে দেয়া হত, কিন্তু তিনি জানতেন যে, মেহনতেই মহত্ব, তাঁর বিশ্বস্ততা এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর এই অবস্থাও ছিলো অনন্য, তাছাড়া আঙ্গুরের পুরো বাগানের দেখাশুনার ভিত্তিতে তাঁর আয়ত্বে ও ক্ষমতাও ছিলো, তিনি যদি চাইতেন তবে বাগানের আঙ্গুরের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি সেই সব মানুষের মতো ছিলেন না যে, যারা হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করেনা, যারা আমানতের খেয়ানতকারী এবং যাদের দৃষ্টি অন্যের সম্পদের দিকেই লেগে থাকে বরং তিনি তো হালাল খাওয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন।

হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হালাল খাবারের থেকে বাঁচতে এবং হালাল পন্থায় উপার্জনের উপায় জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত সংক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত রিসালা "হালাল পন্থায়" এর অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, উম্মতের কল্যাণ কামনায় লিখিত রিসালা তিনি হালাল রোজগারের ফযীলত, হারাম রুজি সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি তথ্য ভিত্তিক মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন, সুতরাং আজই এই

www.dawateislami.net

অমূল্য রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে বেশি সংখ্যক হাদিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং বন্টন করার ব্যবস্থা করুন। বিশেষকরে সেই ইসলামী ভাই যারা চাকরীর সাথে সম্পৃক্ত বা যাদের অধীনে কর্মচারী রয়েছে, তারা তো এখনি এই রিসালাটি পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করে নিন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড **(Download)** এবং প্রিন্ট আউটও **(Print Out)** করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যতই আমরা নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, অজ্ঞতার অন্ধকার প্রধান্য বিস্তার করতে লাগলো, ধন সম্পদের লৌকিক উজ্জলতা এবং ছড়াছড়ি মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞানকে একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে, পুর্বেকার লোকেরা হারাম ও নাজায়িয খাবার থেকে অনেক বেশি দূরে থাকত, কিন্তু এখন অসতর্কতা এবং ঔদ্ধত্যতার অবস্থা এমন যে, مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ লোকেরা জেনেশুনেই হারাম খাচ্ছে, অনেক মূর্খরা তো গর্ব করে এরূপও বলে যে, আমার এই আলিশান সম্পত্তি এবং বাড়ি ও স্বচ্ছন্দ দেখছেন, এ সব হারাম উপার্জনের কারণেই তো। আজকাল এই উচ্চ মূল্যের যুগে বিশ্বস্ত হয়ে উপার্জন করলে তো দু'বেলার খাবারও শান্তিতে খাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। পরিবারের নিত্য নতুন চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা সামান্য উপার্জনে কিভাবে পূরণ হবে। مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ

মনে রাখবেন! এসব কিছু দ্বীন থেকে দূরে থাকার কুফল। এমনি যুগ সম্পর্কে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যে, মানুষের এই বিষয়ের প্রতি কোন ধ্যান থাকবে না যে, সে (সম্পদ) কোত্থেকে অর্জন করেছে? হারাম থেকে নাকি হালাল থেকে।" **(বুখারী, কিতাবুল বিওয়া, ২/৭, হাদীস নং ২০৫৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "অর্থাৎ আখেরি যুগে মানুষ দ্বীনের প্রতি বেপরওয়া হয়ে যাবে, পেটের চিন্তায় সব দিকেই ফেঁসে যাবে, উপার্জন বাড়ানো ও সম্পদ জমা

www.dawateislami.net

করার ভাবনায় থাকবে, সকল হারাম ও হালাল গ্রহণে নির্ভিক হয়ে যাবে, যেমনটি আজকাল দেখা যাচ্ছে।" (মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২২৯)

অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, "মানুষের মধ্যে একটি যুগ এমনই আসবে যে, সেই ব্যক্তি ছাড়া কারো দ্বীন নিরাপদ থাকবে না, যে নিজের দ্বীন নিয়ে (অর্থাৎ এর নিরাপত্তার জন্য) একটি পাহাড় থেকে আরেকটি পাহাড়ে এবং একটি গুহা থেকে আরেকটি গুহার দিকে ছুটবে। সেই সময় রুজি উপার্জন আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করা ছাড়া হবে না। যখন এই অবস্থা হবে তখন মানুষ তার স্ত্রী সন্তানের হাতে ধ্বংসে পতিত হবে, যদি স্ত্রী সন্তান না থাকে তবে পিতা মাতার হাতে তার ধ্বংস হবে এবং যদি পিতা মাতাও না থাকে তবে তার ধ্বংস আত্মীয় বা প্রতিবেশীর হাতে হবে।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "ইয়া রাসুলাল্লাহ, صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে হবে?" তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তারা তাকে দারিদ্রতার প্রতি লজ্জা দেবে, সেই সময় সে নিজেকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যাবে।" (আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা ১৮৩, হাদীস নং-৪৩৯)

হারাম সম্পদের শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই পরিবার পরিজনদের জন্য আমরা দিন রাত উপার্জন করি, তারাই কাল কিয়ামতের দিনে আমাদের অপমানের কারণ হতে পারে, আজ যদি আমরা সমাজের দিকে তাকাই তবে দেখা যাবে লোকেরা স্ত্রী সন্তানদের জায়িয নাজায়িয চাহিদা এবং অনুরোধ পূরণ করার ধ্যানে মগ্ন, সম্পদের আগ্রহে এমনভাবে অন্ধ হয়ে গেছে যে, হারাম উপায় অবলম্বন করাকে খারাপও মনে করে না। মনে রাখবেন! পিতা মাতা, স্ত্রী সন্তান এবং নিকটাত্মীয়দের হক আদায় করা নিঃসন্দেহে আমাদেরই দায়িত্ব, কিন্তু যদি আমরা তাদের চাহিদা পূরণ করতে এবং তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ থেকে বাঁচার জন্য হারাম ও হালালের তোয়াক্কা না করেই ধন সম্পদ জমা করতে থাকি, বিপদের সময়ে তাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ র উপর ভরসা ও অল্পেতুষ্টির মানষিকতা না দিই এবং হালাল ও হারামের পার্থক্য না শেখাই তবে হতে পারে কাল কিয়ামতের দিনে তারাই আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার দরবারে অভিযোগ করবে এবং আমরা ফেঁসে যাবো।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দাবী

হযরত সায়্যিদুনা আবু লাইস সামরকান্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃতি করেন: বর্ণিত আছে যে, পুরুষের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার স্ত্রী এবং তার সন্তানরাই রয়েছে, তারা সবাই (অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান কিয়ামতে) **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করবে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই ব্যক্তি থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন। কেননা, সে কোন দিন আমাদের দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং সে আমাদের হারাম খাইয়েছিল, যা আমরা জানতাম না, অতঃপর সেই ব্যক্তিকে হারাম উপার্জনের জন্য এমনভাবে মারা হবে যে, তার মাংস ঝরে যাবে, অতঃপর তাকে মীযানের নিকট নেয়া হবে, ফিরিশতা পাহাড় সমপরিমাণ তার নেকী নিয়ে আসবে তখন তার সন্তানদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে বলবে: "আমার নেকী অল্প" তখন সে এই নেকীসমূহ থেকে নিয়ে নিবে, অতঃপর আরেকজন এসে বলবে: "তুমি আমাদের সূদ খাইয়েছ" এবং তার নেকীসমূহ থেকে নিয়ে যাবে, এমনিভাবে তার পরিবারের লোকেরা তার সব নেকী নিয়ে নিবে এবং সে তার পরিবার পরিজনদের দিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলবে: "এখন আমার ঘাঁড়ে সেই গুনাহ ও পাপ সমূহ রয়ে গেছে, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছিলাম।" ফিরিশতা বলবে: "সে ঐ দূর্ভাগা ব্যক্তি, যার নেকী সমূহ তারই পরিবারের লোকেরা নিয়ে গেছে এবং সে তাদেরই কারণে জাহান্নামে চলে গেলো।" **(কুররাতুল উয়ুন, ৪০১ পৃষ্ঠা)**

গর তু নারাজ হুয়া মেরী হালাকত হুগী
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জলোঙ্গা ইয়া রব!
দরদে সর হো ইয়া বুখার আয় তড়প জাতা হোঁ
মে জাহান্নাম কি সাজা কেয়সে সহোঙ্গা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো কেমন হবে, যে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হারাম উপার্জন করেছে এবং কিয়ামতের দিন তার পরিবারই তার সকল নেকীসমূহ নিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং সে নিজে কাঙ্গাল হয়ে পড়ে থাকবে। আমাদের সমাজের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে যে, সম্পদের লোভ ও আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে কাজকর্মে না জানি কেমন কেমন গুনাহ

www.dawateislami.net

করা হয়, নকল, মিশ্রিত ও ত্রুটিযুক্ত বস্তুকে আসল, মানসম্মত এবং উন্নত মানের বলে বিক্রি করা হচ্ছে, ক্রেতা যদি কোন ত্রুটি চিহ্নিত করে তবে তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য মিথ্যা শপথ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা, এমনিভাবে অনেকের বড় ও ধনী হওয়ার, দামী দামী গাড়িতে ঘুরার, প্রসিদ্ধি ও পদ পাওয়ার, নিত্য নতুন সুবিধা ব্যবহার করে মজা করা, জায়গা জমি, মিল ও ফ্যাক্টরীর মালিক হওয়ার এমন ভূত চেপে বসে যে, তারা অন্যের মুখের গ্রাস কেঁড়ে নিয়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানোর ধান্দায় পড়ে থাকে, চাই এই পথে কারো ঘর উজাড় করতে হোক, কারো প্রাণ নিতে হোক, কারো হক আত্মসাৎ করে হোক কোন পরওয়া করে না।

একটু ভাবুন তো! আমরা নিজের ব্যাপারে তো একেবারে সীমাতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করি যে, কেউ যেন আমাকে ধোকা দিতে না পারে, যেমন গাড়িতে পেট্রোল ভরার সময়, বড় অংকের নোট নেয়ার সময়, দোকান, ঘর, জমি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি কেনার সময়, কোন কিছুর কাগজাদি বানানোর সময় তো খুবই বিচার বিবেচনা করে থাকি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর সায় না দেয়, সামনে অগ্রসর হইনা, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! যখন বিষয় আসে হালাল ও পবিত্র রুজি উপার্জন, খাওয়া এবং হারাম বস্তু থেকে বাঁচার তখন এরূপ অসাবধানতা করা হয় যে, অন্তরে রক্ত কান্না করলেও কম হবে। হারাম খাবার নিজের সাথে কি কি ধ্বংসযজ্ঞতা নিয়ে আসে, সেই সম্পর্কে ৪টি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করুন এবং হারাম থেকে বাঁচার নিয়্যত করে নিন।

১. সেই পবিত্র স্বত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ! নিশ্চয় বান্দা হারামের গ্রাস নিজের পেটে প্রবেশ করায় তবে তার ৪০ দিনের আমল কবুল হয় না এবং যে বান্দার মাংস হারাম ও সূদ দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার জন্য আগুনই সবচেয়ে বেশি উত্তম।

(মু'জামুল আউসাত, মিন ইসমু মুহাম্মদ, ৫/৩৪, হাদীস নং-৬৪৯৫)

২. যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর রেখে উঠানো হয়, তখন তার রূহ অস্থির হয়ে উঠে খাটের উপর বসে চিৎকার করে বলে যে, হে আমার পরিবার পরিজন! দুনিয়া তোমাদের সাথে এভাবে যেন না খেলে, যেমনিভাবে সে আমার সাথে খেলেছে,

www.dawateislami.net

আমি হালাল এবং হালাল নয় এমন সম্পদ জমা করেছি এবং সেই সম্পদ অন্যের জন্য রেখে এসেছি, এর উপকার তাদের জন্য এবং এর ক্ষতি আমার জন্য, ব্যস যা কিছু আমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

(আত তাযকিরাতু লিল কুরতুবী, ৬৯ পৃষ্ঠা)

৩. যে ব্যক্তি ১০ দিরহামে একটি কাপড় কিনে এবং এই দিরহামে হারামের এক দিরহামও অন্তর্ভূক্ত থাকে তবে **আল্লাহ্ তা'আলা** ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাপড় থেকে কিছু অংশও তার ব্যবহারে থাকে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল বিওয়া, ৪র্থ অংশ, ২/৮, হাদীস নং-৯২৬০)

৪. **আল্লাহ্ তা'আলা**র একটি ফিরিশতা প্রতি দিন এবং রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের ছাদের উপর আহবান করে: যে হারাম খেল তবে **আল্লাহ্ তা'আলা** তার কোন ফরয ও নফল কবুল করবে না। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, কিতাবুল হালাল ওয়ালু হারাম, ৬/৪৫২)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হারাম ভক্ষণকারীদের, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের, মিথ্যাবাদীদেরকে যেন আঘাত করে বুঝাচ্ছেন:

খায়েঁ রিযকে হারাম, এ্যয়সে হে বদ লাগাম, উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসুল।
এহেদ তোড়া কারে, জুট বোলা করে, উন কো কিস নে কাহা? আশিকানে রাসুল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা ইবনে জাওযীর নসিহত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল রহমান বিন আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হারাম খাদ্য এমন এক আগুন, যা চিন্তার চর্বিকে গলিয়ে দেয় এবং একাকিত্বে যিকিরের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয় এবং সত্যিকার নিয়্যতের পোষাককে জ্বালিয়ে দেয় আর হারামের কারণে অর্ন্তদৃষ্টিকে অন্ধ বানিয়ে দেয়, সুতরাং হালাল সম্পদ জমা করো এবং তা মধ্যম পন্থায় খরচ করো, নিজেও হারাম থেকে বেঁচে থেকো আর নিজের

www.dawateislami.net

পরিবারকেও বাঁচাও, হারামখোরদের সহচর্যে বসো না এবং তাদের খাবার খাওয়া থেকে বাঁচতে থাকো, যার উপার্জানের মাধ্যম হচ্ছে হারাম উপায়ে, তা সঙ্গ গ্রহণ করো না। যদি তুমি তোমার পরহেজগারীতে দৃঢ় হও তবে কাউকেও হারামের দিকে নির্দেশনা দিও না। কেননা, যদি সে তা খেয়ে নেয় তার হিসাব তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে এবং হারাম অর্জনেও কাউকে সাহায্য করো না। কেননা, সাহায্যকারীও কাজের অংশীদারই হয়। মনে রাখবে! হালাল খাবারেই আমল কবুল হয় এবং অনাহার ও অভাববে লুকানো আর একাকিত্বে কান্না করে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলাতে আমলে কবুলিয়্যত এবং হালাল রিযিক উপার্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রয়েছে। **(আঁসুয়োঁ কা দরীয়া, ২৮৪ পৃষ্ঠা)**

সায়্যিদুনা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানীর গুরুত্বারোপ

হযরত সায়্যিদুনা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর মুরীদদের প্রায় এই নসিহত করতেন: নিজের স্ত্রী সন্তানদের হালাল রিযিক খাওয়াও, যদি কণা পরিমানও নাজায়িয এবং হারাম উপার্জন কেউ নিজের স্ত্রী সন্তানদের খাওয়ায় তবে তাদের মাঝেও হারাম রিযিকের প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। মানুষ ব্যভিচারীর কাজ, জারজ সন্তান হওয়ার কারণেই করে না বরং অসংখ্য ব্যভিচারী হারাম রিযিক খাওয়ার কারণেই জন্ম নিয়ে থাকে, এ জন্যই পবিত্র রিযিক অর্জন এবং সন্ধান অব্যাহত রাখা উচিৎ। **(ফয়যানে বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী, ৫২ পৃষ্ঠা)**

নারে দোযখ মে না লে জা'য়ে কাহিঁ মালে হারাম,
করলো তাওবা ছোড় দো এ্যয় ভাইয়ুঁ! সব হের ফের।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত অনেকে অনেকদিন ধরে অমুক কষ্ট বা রোগে আক্রান্ত, এর থেকে মুক্তির জন্য কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করে থাকে, বিভিন্ন অযীফাও পাঠ করে, নিয়মিত নামায রোযাও আদায় করে, দান-সদকাও করে থাকে, বুযুর্গদের আস্তানায় গিয়ে দোয়াও করে, অনাহারীদের খাবারও খাওয়ায়, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও অংশগ্রহণ করে, কয়েকবার মাদানী

www.dawateislami.net

কাফেলায় সফরও করেছে, কোন পীর ফকির বাদ রাখেনি, বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা করেছে কিন্তু কষ্ট দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো বেড়েই যাচ্ছে, অনেক মূর্খকে তো এমনও বলতে শুনা যায় যে, "জানিনা এমন কি গুনাহ করেছি, যার কারণে আমি এই শাস্তি পাচ্ছি।" এমন বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলা ব্যক্তিদের উচিৎ যে, তারা দোয়া কবুল না হওয়ার প্রতি অভিযোগ না করে, এর কারণ সম্পর্কে ভাবা, হতে পারে দোয়া কবুলের পথে বাঁধা স্বয়ং তারই কর্মপদ্ধতিই হয়ে দাড়িঁয়েছে, যেমন অনেক সময় দোয়া কবুলিয়্যতে হারামখোরিই বাঁধা হয়ে আসে, যার কারণে দোয়া কবুল হয় না।

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন পবিত্র এবং পবিত্রতাকেই ভালবাসেন আর আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকেও এর আদেশ দিয়েছেন, যেটার রাসূলদের আদেশ দিয়েছেন অতঃপর রাসূলদের ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

(পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৫১)

ঈমান থেকে অনুবাদ: হে

এবং (মু'মিনদের ইরশাদ করেন:)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে

অতঃপর (হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) দীর্ঘ সফরকারী এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন যে, যার চুল এলোমেলো এবং শরীর ধুলামলিন, সে নিজের হাত উঁচু করে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে ডাকছে, অথচ তার খাবার হারামের, পানীয় হারামের, পোষাক হারামের এবং খোরাক হারামের ,তবে তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?" (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৫[১০১৫])

আলা হযরতের সম্মাণিত আব্বাজান হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: খাবার, পানীয়, পোষাক ও রোজগারে হারাম থেকে সতর্ক থেকো। কেননা, হারাম খাওয়া ব্যক্তি এবং হারাম কাজ করা ব্যক্তির অধিকাংশ দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়। (ফাযায়িলে দোয়া, ৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

না কর রদ কোয়ি ইলতিজা ইয়া ইলাহী! হো মকবুল হার এক দোয়া ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

আসুন! এ সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল গ্রহণ করি;

দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা উব্বাদ হাওয়াচ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; একবার হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلَام কোন এক জায়গা দিয়ে গমন করছিলেন, তখন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি হাত উঠিয়ে কেঁদে কেঁদে খুবই ভাবাবেগপূর্ণ ভঙ্গিতে দেয়ায় লিপ্ত রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلَام তাকে দেখতে রইলেন, অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট আরয করলেন: **হে রহিম ও করীম পরওয়ার দিগার!** তুমি তোমার এই বান্দার দোয়া কবুল করছ না কেন? **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: হে মূসা! যদি এই ব্যক্তি এতই কাঁদে যে, তার নিশ্বাস বন্দ হয়ে যায় এবং নিজের হাত এতই উঁচু করে যে, আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবুও আমি তার দোয়া কবুল করব না। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُوَالسَّلَام আরয করলেন: আমার মাওলা! এর কারণ কি? ইরশাদ হলো: সে হারাম খায় এবং হারাম পরিধান করে আর তার ঘরে হারাম সম্পদ রয়েছে। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় অধ্যায়, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

ধোকে বাজি মে নহসত হে বড়ি, ইয়াদ রাখ ইস কি সাজা হোগি কড়ি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন পরিধান করে এবং নিজের ঘরে হারাম সম্পদ রাখে তবে তারা নিজের দোয়া প্রতিফল থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে এবং **আল্লাহ্** হয়ে দোযখের আগুনের হকদার হয়ে যায়, সুতরাং যদি আমরা চাই যে, আমাদের দোয়া **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কবুল হোক এবং নিরাপত্তা নসীব হোক তবে আমাদের উচিৎ যে, শুধুমাত্র হালাল খাবার খাওয়াকেই

www.dawateislami.net

নিজের অভ্যাসে পরিনত করা এবং হারাম ও নাজায়িয বস্তু থেকে বাঁচতে থাকা, ধরে নেয়া যাক, যদি স্বল্প আয়ে কারো জীবনোপায় পূর্ণ না হয় তবে সে অপ্রয়োজনীয় খরচাদি পরিহার করবে, সম্পদের লোভে হারাম উপায় অবলম্বন করবে না, অনেক সময় নিজ পরিবার, শশুড় পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের নিকট বিভিন্ন কথা শুনতে হয়, এমন পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানদের উচিৎ যে, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বল্প আয়েও তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টির মানষিকতা তৈরি করা। অনেক অজ্ঞ এই পরিস্থিতিতে অতিষ্ট হয়ে হাল ছেড়ে দেয় এবং জুয়া, সূদ ও ঘুষ ইত্যাদি হারাম কাজে পড়ে যায়, নিজেও হারাম সম্পদ খায় এবং নিজের পরিবারবর্গদেরকেও হারাম সম্পদ খাওয়ায়, এভাবে নিজের জন্য এবং নিজের পরিবারের জন্য ধ্বংসকে আহবান করে। আসুন! রিসালতের দরবারে আবেদন করি:

রাহে সব ঘর ওয়ালে শাহা থোড়ি সি রুজি পর,
আতা হো দৌলাতে সবর ও কানাআত ইয়া রাসুলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন গহ্বরে ধাক্কা দেয়ার পেছনে অনেক সময় পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরাই হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন আয় উপার্জনে এবং সম্পদ জমা করতে এতই ব্যস্ত হয়ে না পড়ি যে, পরিবারকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হতে উদাসীন হয়ে যাই, অতএব প্রয়োজনানুযায়ী হালাল রিযিক উপার্জন করুন এবং অবশ্যই উপার্জন করুন, কিন্তু পাশাপাশি এই কথাটিও মনে গেঁথে নিন যে, পরিবারকে সুন্নাত অনুযায়ী মাদানী শিক্ষা দেওয়াও পরিবারের কর্তার উপর আবশ্যক, কিন্তু এর জন্য আবশ্যক যে, সে নিজেও যেন কোন উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তার নিজেরও যেন মাদানী মানষিকতা থাকে, নয়তো সফলতার আশা করা অযথা, সাধারণত দেখা যায় যে, পিতা মাতা তাদের সন্তানদের জন্য খুবই আবেগিভঙ্গিতে দোয়ার আবেদন করে থাকে যে, জনাব দোয়া করুন: যেন আমার সন্তান নামাযী হয়ে যায়, অথচ নিজে জুমার নামাযও আদায় করে না। জনাব দোয়া করুন: আমার সন্তান যেন কোরআনের তিলাওয়াত করে, অথচ নিজে রমযান মাসেও কোরআনে করীম খুলেও দেখে না।

www.dawateislami.net

জনাব দোয়া করুন: আমার সন্তার যেন সঠিক পথে চলে আসে, সিনেমা নাটক, মন্দ বন্ধু বান্ধব ছেড়ে দেয়, অথচ নিজে যুবক ছেলে ও যুবতী মেয়েদের সাথে একত্রে বসে গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখতে লজ্জা করে না, অথচ নিজে গুনাহে ভরা জায়গায় খুবই আগ্রহ সহকারে বসে সময় অতিবাহিত করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তান নেককার হওয়ার আশা করা খুবই উত্তম, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের নিজের আচরণ যাচাই করতে হবে, ইলমে দ্বীন অর্জন করে তার উপর আমল করতে হবে, হালাল রুজিতে হারামের যতই উপায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, তা থেকে নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে, প্রতি কদমে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের নির্দেশনা নিতে হবে, অনেক সময় শরীয়াতের বিপরীত কাজ হয়ে যাওয়ার পর শরীয়াতের নির্দেশনা নেয়া হয় যে, অমুক কাজটি আমার জন্য জায়িয ছিলো নাকি না। আহ! যদি যে কোন নতুন কাজ, ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই সেই কাজের ব্যাপারে শরীয়াতের নির্দেশনা নেয়ার মাদানী মানষিকতা তৈরী হয়ে যায় যে, আমি অমুক কাজটি করতে চাই, তা শরীয়াতের চাহিদা অনুযায়ী আমি কিভাবে করতে পারি? আমার জন্য এই কাজটি কি জায়িয ও হালাল নাকি নয়?

অনেক কাজ, ব্যবসা এমন রয়েছে, যাতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলেই কাজটি করে, যাকে আমরা অংশীদারিত্ব **(Partnership)** বলে থাকি, এই অবস্থায় তো আরো বেশি সতর্কতা প্রয়োজন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদ্‌রাসাতুল মদীনা” মাদানী কাজের একটি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি পরিবারের শিক্ষা দেয়া আর ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর চেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজে স্বঃতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে “প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদ্‌রাসাতুল পরিবেশে প্রতিদিন প্রত্যেক যেলী হালকায় (মসজিদ, মার্কেট, অফিস, বাজার

www.dawateislami.net

ইত্যাদিতে) প্রাপ্ত বয়স্ক ইসলামী ভাইদের সঠিক মাখারিজ (উচ্চারণ) সহকারে প্রায় ৬৩ মিনিটের জন্য ফি-সাবিলিল্লাহ্ কোরআনে যাকে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বলা হয়। কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করা এবং এর তিলাওয়াতের বরকতের কথা কি আর বলব যে, মাহবুবে যুলজালাল, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোরআনে অধিকহারে তিলাওয়াত করা এবং এর বিস্ময়ের প্রতি চিন্তা ভাবনা করা নিজের উপর আবশ্যক করে নাও, এর মাধ্যমে তুমি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে নিবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৬৬, হাদীস নং-২৩৬৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ার বরকতে এখন পর্যন্ত অনেক ইসলামী ভাই সঠিক উচ্চারণ সহকারে কোরআনে পাক পাঠ করা শিখে নিয়েছে এবং তাদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শুনুন এবং আন্দোলিত হোন।

দেখ এই পরিবেশই নগন্যকে অনন্য বানিয়ে দিলো

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমার গুনাহ ছিলো অনেক বেশি। যার মধ্যে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ **V.C.R** এর ক্যাসেট সাপ্লাই করা, প্রতিদিন বরং তিনটি সিনেমা দেখা, ভেরাইটি শোতে রাত অতিবাহিত করাও অন্তর্ভূক্ত ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনা করাচীর এলাকা নয়া আবাদ এর এক ইসলামী ভাইয়ের লাগাতার ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে এলাকার মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্তবয়স্ক) যাওয়ার ব্যবস্থা হলো এবং এভাবেই আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ লাভ হলো আর আমি তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজে ব্যস্ত রয়েছি। **গুনাহগারো আও, সিয়াকারো আও, গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল।**

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন নিমজ্জিত ইসলামী ভাই মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক) এর বরকতে অন্যদের নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত

www.dawateislami.net

বয়স্ক) অংশগ্রহণের বড়ই বরকত রয়েছে। এই জন্যই আপনি নিজেও এতে অংশগ্রহণ করুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও অংশগ্রহণ করা দাওয়াত পেশ করুন, যদি আপনি আপনার কাজকর্মে ব্যস্ততার কারণে মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্ক) অংশগ্রহণ করতে না পারেন তবে এর সহজ উপায় এটাও রয়েছে যে, যেখানে আপনি কাজ করেন যেমন অফিস, দোকান, ফ্যাক্টরী, বাজার, মার্কেট বা কারখানা ইত্যাদিতে সুযোগ মতো মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক) এর ব্যবস্থা করুন, জি হ্যাঁ! আপনার নিকটস্থ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** যেকোন যেলী তরবিয়্যত গাহ (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর সাথে যোগাযোগ করুন, তাদের সাহায্যে আপনার এলাকায় মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক) এর ব্যবস্থা করে নিন, এভাবে যেমন আপনি স্বয়ং কোরআনে পাক শেখা এবং নেক সহচর্য পাওয়ার বরকত পাবেন, তেমনিভাবে আপনার সহযোগিতায় অনেক ইসলামী ভাইয়েরও এই সৌভাগ্য নসীব হবে। এজন্যই চেষ্টা করে কাজের জায়গাতেই মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক) চালু করুন।

এহি হে আ'রযু তালিমে কোরআঁ আ'ম হো জায়ে,
তিলাওয়াত করনা সুবহ ও শাম মেরা কাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে সাধারণ অবস্থায় হারাম খাওয়াকে শরীয়াত আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করছে, এমনিভাবে অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ হিসেবেও হারাম খাওয়া এবং পান করা আমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও মানুষ হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছেড়ে হারাম বস্তুতে আরোগ্য খুঁজে বেড়ায়। মনে রাখবেন! যে বস্তু **আল্লাহ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হারাম ঘোষনা করেছেন, এতে কোন আরোগ্য নেই এবং ঔষধ হিসেবেও খাওয়া ও পান করা আমাদের জন্য জায়িয নেই। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে গেলে আমি তার জন্য একটি পাত্রে নবীয (পানির সাথে খেজুর মিশিয়ে বানানো পানীয়) তৈরী করলাম, **রাসূলে**

www.dawateislami.net

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে এলে নবীযে ফেঁনা জমে গিয়েছিল, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা সালামা) এটা কি? আমি আরয করলাম যে, আমার কন্যা অসুস্থ হয়ে গেছে, সুতরাং আমি এই নবীয তার জন্যই বানিয়েছি, তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ করলেন: "আল্লাহ্ তাআলা যে বস্তু তোমার জন্য হারাম জন্য আরোগ্য নেই।" (মু'জামুল কবীর, হাদীস নং-৭৪৯, ২৩/৩২৬)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনুল হাজ্ব মালেকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হারাম বস্তু থেকে উপকারের বরকত শেষ হয়ে যায়। (আল মাদখাল, ২/৩০৭)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতে বলেন: হারাম বস্তুকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা নাজায়িয। কেননা, হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন: "যে বস্তুগুলো হারাম, তাতে আল্লাহ্ তাআলা আরোগ্য রাখেননি।" (মু'জামুল কবীর, হাদীস নং-৭৪৯, ২৩/৩২৬) কোন বস্তু সম্পর্কে কখনোই বিশ্বাস করা যায় না যে, এর দ্বারা রোগ চলে যাবে, বড়জোড় ধারণা করা যেতে পারে, দৃঢ় বিশ্বাস নয়, স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধানও হলো ধারণামূলক, সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার কোন উপায়ই নাই। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৫০৫)

শরীয়াতের বিনা প্রয়োজনে আরোগ্য লাভের জন্য হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে পান করার পরিনতি কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে তার বিষয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁরই রচিত কিতাব "গীবতের ধ্বংসলীলা" এর ১৭৪ পৃষ্ঠায় এক শিক্ষণীয় ঘটনা উদ্ধৃত করেন, আসুন! আমরাও সেই ঘটনা শুনি এবং এর থেকে মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর এক ছাত্রের অন্তীম মুহূর্তে তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তার নিকট 'সূরা ইয়াসিন' শরীফ পাঠ করা আরম্ভ করলেন। তখন সে ছাত্র তাঁকে বলল: সূরা ইয়াসিন পাঠ করা বন্ধ করুন। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে কলেমা শরীফের তালকীন করলেন। সে বলল: আমি কখনো কলেমা পাঠ করব না আমি তা বিশ্বাস করি না ব্যস এ

www.dawateislami.net

বাক্যটুকু বলতেই তার মৃত্যু হলো। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন ছাত্রের এরূপ অশুভ পরিণতিতে খুবই মর্মাহত হলেন। ৪০দিন পর্যন্ত তিনি আপন ঘরে বসে ছাত্রের জন্য কান্না করেন। ৪০দিন পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্ন দেখলেন যে, ফিরিশতারা সে ছাত্রকে টেনে হেঁছড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে **আল্লাহ** ছিনিয়ে নিয়েছেন আমার ছাত্রদের মধ্যে তোমার স্থান তো অনেক উর্ধ্বে ছিলো। সে বলল: তিনটি পাপের কারণে: (১) চুগলীর কারণে। কেননা, আমি আমার সহপাঠিদের এক রকম বলতাম এবং আপনাকে আরেক রকম বলতাম, (২) হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। কেননা, আমি আমার সহপাঠিদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতাম। (৩) মদ্যপানের কারণে। কেননা, একটি রোগ থেকে নিরাময় লাভের উদ্দেশ্যে এক ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আমি প্রতিবছর এক গ্লাস মদ পান করতাম।

(মিনহাজুল আবেদীন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

ডর লাগতা হে ঈমাঁ কাহিঁ হো জায়ে না বরবাদ,
ছরকার বুরে খাতেমে সে মুঝ কো বাঁচা না। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতিতে **তাআলা**কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরই অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে মাতা নিন। আহ! চুগলি ও হিংসা করা থেকে এবং আরোগ্য লাভের জন্য প্রতি বছর মদের শুধুই এক গ্লাস পান করার কারণে সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ন্যায় ওলীয়ে কামিল ছাত্রও ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারল না, মৃত্যুর সময় কুফরী বাক্য বলে মরল অতঃপর দোযখের আযাবের হকদার হলো। ভাবুন তো একবার যে, যেখানে হারাম বস্তুর এক গ্লাস তাও আবার ঔষধ হিসেবে পান করার এতই ভয়াবহ পরিনতি, তবে যারা নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা প্রদর্শন করে বিনা কারণে চুপে চুপে বা খোলামেলা ভাবে ব্যভিচার এবং মদ্যপান করে তারা কিরূপ কহর ও গযবের সম্মুখিন হবে আর তাদের পরিনতি কিরূপ মন্দ হবে! সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, **আল্লাহ তাআলা**র গোপন ব্যবস্থাপনাকে সর্বদা ভয় করতে হেফাযতের জন্য চিন্তিত থাকা, কখনো নিজের মর্যাদা ও পদের উপর ভরসা না করা।

www.dawateislami.net

তেরে ডর সে সদা থর থরাওঁ খউফ সে তেরে আ'সোঁ বাহাওঁ।
কেয়ফ এ্যয়সা দেয়, এ্যয়সি আদা কি মেরে মওলা তু খায়রাত দেয় দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

মজলিশে রাবতা বিল ওলামা মাশায়িখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ২০০টিরও বেশি দেশে দ্বীনের খেদমতে ১০৩টির বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত। এইসব বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ "মজলিশে রাবতা বিল ওলামা মাশায়িখ" নামেও রয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য সুন্নী ওলামায়ে কিরাম ও মাশায়িখে এজাম যেমন মসজিদের ইমামগণ, খতীবগণ এবং তরিকতের পীরদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে অবহিত করা, মাদানী কাজে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করা, তাঁদের দোয়া নেয়া এবং সুন্নী জামেয়া ও মাদরাসায় মাদানী কাজের ব্যবস্থা করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা, বিভিন্ন তরবিয়্যতি ইজতিমায় সুন্নী জামেয়া ও মাদরাসার ছাত্রদের অংশগ্রহণ করানো, তাদের জন্য উপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর এবং মজলিশে রাবতা বিল ওলামা মাশায়িখকে উত্তোরোত্তর সাফল্য দান করুক এবং
اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
আমাদের দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে দৃঢ়তার সহিত স্থায়িত্ব দান করুক।

আল্লাহর দয়া হয় যেন তোমার এই ধরাতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা হালাল খাবারের ফযিলত এবং হারাম খাওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম,

- ❖ হালাল খাবার গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম।
- ❖ কোরআনে করীমে বিভিন্ন স্থানে হালাল খাবারের বিধান বিধ্যমান।
- ❖ হালাল খাবার দোয়া কবুলের মাধ্যম।
- ❖ হালাল খাবার আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর অর্জনের উপায়।

www.dawateislami.net

❖ হালাল খাবার আল্লাহ্ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত।

❖ হালাল খাবার ইবাদতে স্বাদ অর্জনের উপায়।

❖ হারাম খাবার ঔষধ হিসেবেও শরীয়াতে জায়িয নাই।

❖ হারামে না আরোগ্য রয়েছে এবং না তার উপকারে কোন প্রকার বরকত।

❖ হারাম খাবারে অন্তর শক্ত হয়ে যায়।

❖ হারাম খাবারের কারণে সম্পদের লোভ এতই বেড়ে যায় যে, অনেক সময় মানুষ হত্যাযজ্ঞেও লিপ্ত হয়ে যায়।

❖ হারাম খাওয়াতে আখিরাত ধ্বংস হয়।

❖ হারামখোর ব্যক্তি আখিরাতের কঠিন বিপদ, কষ্ট এবং পরীক্ষার সম্মুখিন হয়ে যায়।

❖ হারামখোরের দোয়া কবুল হয় না।

❖ সবচেয়ে বড় হলো যে, হারামখোর জাহান্নামের আযাবের হকদার হয়।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় সকল মুসলমানকে হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে নিরাপদ রাখুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযূরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১০১ মাদানী জাগরণের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❀ শয়ন করার পূর্বে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ❀ শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى আল্লাহ্ ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস নং- ৬৩২৫) ❀ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯৭) ❀ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়াত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, আল্লাহ্ র যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) ❀ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) ❀ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং ❀ কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন, (প্রাগুক্ত) ❀ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন। কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, ❀ শয়ন করার সময় আল্লাহ্ স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ (অর্থাৎ- اَلْحَمْدُ لِلّٰه ـ سُبْحٰنَ الله ـ لَا اِلٰهَ اِلَّاالله পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) ❀ জাগ্রত হওয়ার পর

www.dawateislami.net

এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩২৫) **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ** র জন্য, যিনি জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ❀ ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহিযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করব কারো উপর জুলুম করব না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) ❀ যেসব ছেলে ও মেয়ের বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ বরং এ বয়সের ছেলেকে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) ❀ স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে তখন দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে তবে সে পুরুষের হুকুমেই পড়বে। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) ❀ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, ❀ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর কা করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার,
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বারবার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযূরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযূর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাব ক্বাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক। ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net